জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ - ২০১১

বিশেষ ক্রোড়পত্র ডিসেম্বর ৭, ২০১১

সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারে জ্বলবে আলো ঘরে ঘরে

বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

নবনির্মিত
ঘোড়াশাল ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট

নির্মানাধীন
সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৮
০৭ ডিসেম্বর ২০১১

বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে জনসচেতনতা তৈরিতে ৭ ডিসেম্বর ২০১১ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতকে দক্ষ, সুশৃঙ্খল হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ সমস্যা মোকাবেলায় অতিদ্রুত, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩৪টি নতুন কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৪০৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫২৪৭ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪৭টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

সাশ্রয়ী ও সচেতন ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সকল কর্মকান্ডে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

আমি জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১১ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর উপদেষ্টা
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ গত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারো জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ অপরিহার্য। অতীতের স্থবিরতা এবং সৃষ্ট সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরনের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পরিকল্পনার আওতায় তরল জ্বালানি ও কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে একজন সাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীও দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন। জনগণের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১১ পালনের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধির এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী ৭ ডিসেম্বর ২০১১ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে এ কামনাই করছি।

ডঃ তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারে জ্বলবে আলো ঘরে ঘরে" এই আপ্তবাক্য নিয়ে এবার বিভিন্ন কর্মসূচী উৎযাপনের মাধ্যমে ৭ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী দেশের সমগ্র জনগোষ্টিকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ এ খাতের সকল সংস্থাকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের জন্য সকল স্তরের জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি করাই বিদ্যুৎ সপ্তাহের অন্যতম লক্ষ্য।

যেকোন কাজে সফলতার স্বীকৃতি ও গঠনমূলক সমালোচনা সবসময়ই পরবর্তী কাজের মান উন্নয়নের সহায়ক। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ও ভবিষ্যতেও করবে বলে আমি আশা করি। স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে "জ্বালানি নিরাপত্তায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভূমিকা" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা তৃণমুল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার সীমিত সম্পদের মধ্যেও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করার চেয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় সহজ ও লাভজনক। জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ এ উপলব্ধি সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১১ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

পটভূমি

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্প-কারখানাসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে। দেশে বিরাজমান বিদ্যুৎ ঘাটতি বর্তমানে একটি বাস্তবতা। তবে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ এ খাতকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে ভিশন ২০২১ অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে অতি দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান বিদ্যুৎ খাত

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম ঘনবসিতপূর্ণ দেশ। বর্তমানে ষোল কোটি লোকের প্রায় ৭৯% গ্রামে বাস করে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২৫২ কিলোওয়াট আওয়ার, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। জনগোষ্ঠির প্রায় ৫০ শতাংশ এখনো বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অপর দিকে প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৮-১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতে চাহিদার সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় জনজীবনে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিদ্যুতের ন্যায় প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনেও অতীতে তেমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যার ফলে গ্যাস সরবরাহ স্বল্পতার কারণে বর্তমানে প্রায় ৪০০-৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কম উৎপাদিত হচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায় উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০০ থেকে ৫৩০০ মেগাওয়াট-এ উঠানামা করে থাকে। এ কারণে সরকার গ্যাসের উপর অতিনির্ভরশীলতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে গ্যাসভিত্তিক উৎপাদন ছিল ৮৯.২২% , যা ২০১০-১১ অর্থ বছরে হ্রাস পেয়ে ৮২.১২% এ-দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল, ডিজেল, ফার্নেস ওয়েল, কয়লা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এক নজরে বিদ্যুৎ খাত

উৎপাদন ক্ষমতা	৫৭৭৬ মেগাওয়াট
বর্তমান চাহিদা	৬০০০ মেগাওয়াট
বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা	৪০০০-৪৬০০ মেগাওয়াট
সর্বোচ্চ উৎপাদন (২০ আগষ্ট, ২০১০)	৪৬৯৯ মেগাওয়াট
সঞ্চালন লাইন (২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি)	৮৫০০ কিলোমিটার
গ্রীড উপকেন্দ্রের সংখ্যা	১১১টি
গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	১৬,৯৩৩ এমভিএ
বিতরণ লাইন (সর্বোচ্চ ৩৩ কেভি পর্যন্ত)	২,৭০,০০০ কিলোমিটার
গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ২০ লক্ষ
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার	৪৮.৫%
মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	২৩৬ কিলোওয়াট ঘন্টা
বিতরণ লস	১৩.৪৯%
মোট স্থাপিত সোলার হোম সিষ্টেম	৬৪৫,০০০টি
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩০-৩৫ মেগাওয়াট

২০১৬ পর্যন্ত উৎপাদন পরিকল্পনা

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০১১ সালের মধ্যে ৫,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০১৩ সাল নাগাদ ৭,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। এ লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৬ সালের মধ্যে প্রায় ১৫,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নুতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জানুয়ারী ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত প্রায় ২,৪০৬ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর'১১ মাসের মধ্যে প্রায় ৩,০০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। এ পর্যন্ত ৫,২৪৭ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৪৭টি নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে আগামী ৬ মাসের মধ্যে আরো ৪,৫৭৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্তে চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে।

সাল অর্থ বছর	২০১১ (মে. ও)	২০১২ (মে. ও)	২০১৩ (মে. ও)	২০১৪ (মে. ও)	২০১৫ (মে. ও)	২০১৬ (মে. ও)	মোট (মে. ও)
সরকারী খাত	৩০৮	১২১১	৯৬৫	১৫১০	৮১০	১৫০০	৬৩০৪
বেসরকারী খাত	১৬০	৭২	২২১১	৮২৩	১৯০০	১৫০০	৫৩২৬
কুইক রেন্টাল	৯৮৮	৫০৫	--	--	--	--	১৪৯৩
মোট	১৪৫৬	১৭৮৮	৩১৭৬	২৩২৩	২৪১০	৩৪০০	১৪৫৫৩

বছর	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
সম্ভাব্য চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৬৭৬৫	৭৫১৮	৮৩৪৯	৯২৬৮	১০২৮৩	১১৪০৫
সম্ভাব্য সরবরাহ (মেঃ ওঃ)	৫০৯১	৬৩৪৮	৯১৯২	১০২৮৭	১১৮১১	১৩৬২৯

উপরিউক্ত গ্রাফ পর্যালোচনায় দেখা যাবে, গ্রাহকের চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকে বিবেচনায় এনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে, এতে ২০১২ সালের শেষার্ধে লোড শেডিং এর মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি বর্তমানে বহুল আলোচিত বিষয়। এ জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে গ্রীণ এনার্জির অনুসন্ধানে মানুষ ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সৌর বিদ্যুৎ, বায়ু, বায়োমাস ও বায়োগ্যাস ইত্যাদি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৮০০ মেগাওয়াট এবং ২০২০ সালের মধ্যে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে । এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার ৫০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এ কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎ বিহীন অফ-গ্রীড এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল সেন্টার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টার ইত্যাদিতে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া ডিজেল চালিত সেচ পাম্পগুলো সৌর বিদ্যুৎ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হবে। বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল বা দূরবর্তী অঞ্চল যেখানে ১০/১৫ বছর গ্রীড লাইন নির্মানের পরিকল্পনা নেই, এ সকল স্থানে সোলার মিনি গ্রীড স্থাপন করা হবে।

সুগার মিলসমূহের নির্গত হিট, যা অপচয় হয়ে থাকে, তা ব্যবহার করে কো-জেনারেশন এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, হাঁস/মুরগীর বিষ্ঠা ও গোবর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ কাজে কারিগরী সহায়তাসহ ফাইন্যান্সিং এর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। দেশব্যাপী বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনসহ বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সরকার উৎসাহিত করছে। সম্প্রতি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য থেকে ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য কর্পোরেশন এলাকাতে এ ধরনের আরো প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। বায়ু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যেও কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বায়ু প্রবাহ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ৫০-১০০ মেঃওঃ বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম

সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশে এই প্রথমবারের মত বিনামূল্যে ৪৫ লক্ষ গ্রাহককে ১ কোটি ৫ লক্ষ এনার্জি সাশ্রয়ী CFL বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৮০-৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। আরো ২ কোটি ৮০ লক্ষ এনার্জি সাশ্রয়ী CFL বাল্ব গ্রাহকের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। এছাড়া অধিক বিদ্যুৎ শক্তি অপচয়কারী ম্যাগনেটিক ব্যালাষ্টের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইলেকট্রনিক ব্যাল্যাষ্ট এবং T-৫ টিউব লাইট ব্যবহার করার জন্য গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এখন থেকে চাহিদা যাই হোক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুতের লোড বরাদ্দ যথাসম্ভব কম রাখা হবে। তাছাড়া নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের লোড ২ কিলোওয়াট এর বেশী হলে সোলার প্যানেল স্থাপনের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। গ্রাহক প্রান্তে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দক্ষতা নির্ধারণের জন্য এনার্জি স্টার লেবেলিং কর্মসূচি চালু করা হচ্ছে। ইনকেনডিসেন্ট বাল্ব উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে CFL বাল্ব উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে জনসচেতনতার অংশ হিসেবে স্কুল/মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে এবং স্কুল পাঠ্যপুস্তকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিষয়াদি পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ৫৬,৪১৫টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো ৩৫,০০০ টি আধুনিক প্রি-পেইড মিটার আগামী বছরের মধ্যে স্থাপনসহ দেশব্যাপী প্রায় ২০ লক্ষ মিটার স্থাপন করা হবে। আশা করা যায়, এর ফলে সিস্টেম লস ও সিস্টেম ডিমান্ড হ্রাস পাবে, ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হবে।

বিদ্যুতের সিস্টেম লস

বিদ্যুৎ খাতের বিতরণ লস বর্তমানে (অর্থ বছর ২০১১) ১২.৭৫%, যা ১৯৯৯-০০ অর্থ বছরে ছিল ২৬.০৯% । বিতরণ লসকে বর্তমান গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসা বিদ্যুৎ খাতের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত। উল্লেখ্য বর্তমানে বিদ্যুতের সিষ্টেম লস পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় যথেষ্ট কম। ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে বিতরণ খাতের লস সিঙ্গেল ডিজিটে (৯.৫০%) নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গত ১১ বৎসরের বিতরণ লস চিত্রসহ নিম্নে দেখানো হলো :

অর্থ বৎসর	মোট বিতরণ লস (%)
১৯৯৯-২০০০	২৬.০৯
২০০২-২০০১	২৫.৩৪
২০০১-২০০২	২৩.৯২
২০০২-২০০৩	২১.৬৪
২০০৩-২০০৪	২০.০৪
২০০৪-২০০৫	১৭.৮৩
২০০৫-২০০৬	১৬.৫৩
২০০৬-২০০৭	১৭.১৪
২০০৭-২০০৮	১৫.৫৬
২০০৮-২০০৯	১৪.৩৩
২০০৯-২০১০	১৩.৪৯
২০১০-২০১১	১২.৭৫

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমে গ্রাহকের ভূমিকা

দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিস্তর ব্যবধান থাকায় জাতীয়ভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের প্রতি অধিকতর যত্নবান হওয়া সকল গ্রাহকের দায়িত্ব। একথা অনস্বীকার্য যে, একজন গ্রাহকের সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যদের ঘাটতি মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে । একজন গ্রাহক তাঁর নৈমিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী/সাশ্রয়ী মনোভাব পোষণ করে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন ঃ

- বসতবাড়ী, অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব (CFL) ব্যবহার করে ;
- সাধারণ বাল্ব/ টিউব লাইটের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী LED (Light Emitting Diode) বাল্ব ব্যবহার করে ;
- বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে শিল্প-কারখানায় PFI (Power Factor Improvement) ডিভাইস ব্যবহার করে ;
- ম্যাগনেটিক ব্যালাষ্টে বেশী বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় হয়, তাই ম্যাগনেটিক ব্যালাষ্টের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ব্যালাষ্ট ব্যবহার করে;
- লাইট, ফ্যান ও সকল প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার না করে;
- সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে সন্ধ্যায় শপিং মল, দোকান-পাট, পেট্রোল পাম্পসহ সকল প্রকার শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হলে জাতীয় গ্রীডে চাপ কম পড়ে এবং এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়ে থাকে ;
- সিএনজি ষ্টেশন ও ফুয়েল পাম্পসমূহে প্রকৃতপক্ষে এত আলোকসজ্জার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাতি ব্যবহার না করে ;
- বিলবোর্ডগুলো জাতীয় গ্রীড থেকে বিদ্যুৎ না নিয়ে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে ;
- সেচ পাম্পগুলো সারাদিন না চালিয়ে রাত ১১ঃ০০ টার পর থেকে ভোর ৬ঃ০০ টা পর্যন্ত চালিয়ে ;
- পিক আওয়ারে এয়ারকুলার, ইলেট্রিক ইস্ত্রীসহ বসতবাড়ীর অন্যান্য মোটর চালিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিসমূহের ব্যবহার সীমিত রেখে ;
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার বা বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সংশিষ্ট সংস্থাকে সহযোগিতা করে; সাধারণ টিউব লাইট অপেক্ষা T5 টিউব লাইট ৪০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। তাই লোভোল্টেজে ব্যবহার উপযোগী T5 টিউব লাইট ব্যবহার করে ;
- এয়ারকুলার-এর তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াসের উর্ধ্বে রেখে; দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজ
- সম্পাদন করে ;
  সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধি করে ;
- বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে আসা গাছপালা পরিস্কারের
- ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থাকে জানানোর মাধ্যমে ;

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য

বিদ্যুতের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কাজের মান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে গত বছর থেকে দেশ ব্যাপী বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো- যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বিদ্যুৎ উন্নয়নের কাজের সাথে জড়িত , পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আরো কর্মমূখী হিসেবে গড়ে তোলা, অপরদিকে বিদ্যুতের সাথে জড়িত সকল শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিদ্যুৎ কর্মীদের এক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা। বিদ্যুৎ সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন ইউটিলিটিতে কর্মরত সেরা বিদ্যুৎ কর্মী, সেরা বিদ্যুৎ ইউনিট, সেরা প্রকল্প পরিচালককে পুরস্কার প্রদান করা হবে। উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সেরা গ্রাহকগণকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। তাছাড়া বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের জন্য "জ্বালানি নিরাপত্তায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভূমিকা" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন সময় দৃষ্টি আকর্ষণমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারকে সহায়তা করে থাকেন। তাই জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিষয়ক সেরা রিপোর্টিং (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া) এর জন্য পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত এ দেশের গবেষকগণকে আরো এগিয়ে আসার লক্ষ্যে সেরা গবেষণার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

পরিশেষে

সীমিত সম্পদের মধ্যেও বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যেতে পারে। একজন সাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে অপরজনকে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। কোন দেশেরই জ্বালানি সম্পদ অসীম নয়। তাই ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি সংরক্ষণ ও জ্বালানি সাশ্রয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১ ইউনিট (কিলোওয়াট আওয়ার) বিদ্যুৎ সাশ্রয় মানেই ১.৬৪ কিলোগ্রাম কয়লা সাশ্রয়ের সমতুল্য । সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিটি গ্রাহক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হলে একদিকে যেমন বিপুল অঙ্কের অর্থের সাশ্রয় হবে, অন্যদিক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জ্বালানির নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এমতাস্থায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্বালানির কথা বিবেচনা করে সকল গ্রাহককে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সংযমী হওয়া উচিত। বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে সাশ্রয় সহজ ও শতভাগ লাভজনক। সকলের মধ্যে এ ধরণের মনোবৃত্তি সৃষ্টি হলে একজন গ্রাহক যেমন ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন, তেমনি দেশ ও জাতিও লাভবান হবে। তাই পরিশেষে সকলের কাছে নিবেদন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন।

তাপস কুমার রায়
অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সীমিত সম্পদ অফুরন্ত চাহিদা। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের চাহিদার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন সত্যিই দুরূহ। তবে সংযমী ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে একজন সাধারণ গ্রাহকও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারেন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে সাশ্রয় শতভাগ লাভজনক। সকলের মধ্যে এ ধরনের মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন। জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা, বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস আহরণ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ক্রমান্বয়ে নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

আমাদের মত দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি চাইলেও রাতারাতি দূর করা খুব কঠিন। এর জন্য অনেক অর্থ, শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন। একদিকে পুরাতন মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস ও অন্যদিকে গ্যাস স্বল্পতা এবং একদিকে উপাদন ক্ষমতা যথাযথ হারে না বাড়ানো ও অন্যদিকে সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতির কারণে বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে জনদুর্ভোগ হ্রাসে ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পরেই সরকার যে প্রশংসনীয় কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করেছে তা বলার দাবি রাখে। আশা করা যায় ২০১২ সালের শেষে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সঞ্চালনের সংস্কার করে বিদ্যুতের লোডশেডিং সহনীয় পর্যায়ে আসবে।

এবারো জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১১ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমার বিশ্বাস জনগণের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা গৃহীত কর্মসূচীকে সফল করবে।

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১১ সফল হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম,পি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে আগামী ৭ ডিসেম্বর ২০১১ থেকে সপ্তাহব্যাপী দেশে দ্বিতীয়বারের মত জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ নেওয়ায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নে বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেই নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয় এবং তা বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

দেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫০% বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। কিন্তু সরকারের ভিশন অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে সকল জনগণকে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার কথা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। গ্যাস সরবরাহে স্বল্পতার কারণে গ্যাসের উপর অতিনির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে আমদানীকৃত তরল জ্বালানি, কয়লা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া পারমানবিক উৎস হতেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে প্রায় ১৫,০০০ মেঃওঃ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। এর ফলে আশা করা যায় ২০১২ সালের শেষে বিদ্যুতের লোড শেডিং সহনীয় পর্যায়ে আসবে।

আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। এটি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ সপ্তাহ উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি করা। বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহারে জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করে মহতী লক্ষ্য অর্জনে যে উদ্যোগ বিদ্যুৎ বিভাগসহ অধিনস্ত সংস্থাগুলো নিয়েছে আমি তাদের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই এবং এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি। জ্বালানি নিরাপত্তায় বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার করার জন্য সকলের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে, জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১১ সফল হোক এই কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম,পি

নির্মানাধীন গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রজেক্ট

নির্মানাধীন সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রজেক্ট

সহযোগিতায় ঃ
SUMMIT Empowering Bangladesh We Can and We Will
ABB
RAHIMAFROOZ SOLAR
RAHIMAFROOZ ENERGY Power First Service Always
TRANSTEC Cables বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় লাগাতার
Concept, Design & Event Management by:
Response Events & Activation
www.responsebd.com
Tel / Fax : +880-2-9895578